বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার । ২৮ মে ২০১৫ । ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২

তারিখ 28 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

আলোর মুখ দেখে না শিক্ষানীতি

লাকমিনা জেসমিন সোমা

স্বাধীনতার চার দশক পর 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণীত হলেও আজও তা পরিপূর্ণ আলোর মুখ দেখেনি। এখনো পর্যন্ত কাগজে কলমেই রয়ে গেছে বেশিরভাগ নির্দেশনা বা নীতিমালা। এমনকি এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে যে 'শিক্ষা আইন' পাসের কথা বলা হয়েছে তা-ও অজানা কারণে ঝুলে আছে। এর কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা প্রশাসনের উদাসীনতা, সমন্বয়হীনতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকেই দায়ী করছেন। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষানীতি কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলছেন, এই নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হতে কমপক্ষে আরও পাঁচ বছর লেগে যাবে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর কো-চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, 'আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম— শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হতে ৮-১০ বছর লেগে যেতে পারে। এ ছাড়া শিক্ষা আইন পাস হতে দেরি হওয়ায় এই দীর্ঘসূত্রতার তৈরি হচ্ছে।' শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও ২০১৩ সালে প্রকাশিত খসড়া শিক্ষা আইন কার্যকর হতে প্রধান বাধাগুলো কী— জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমি বরাবরই বলে থাকি এখানে টাকা-পয়সা কোনো বড় বিষয় না। বরং, শিক্ষা প্রশাসন বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সমন্বয়হীনতার কারণেই এটি দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।' এটি সমাধানে তিনি শিক্ষা প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

শোচনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ৯

ঝুলে আছে শিক্ষা আইন : জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলোই এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এর মধ্যে সর্বজন-স্বীকৃত একটি মানসম্মত 'শিক্ষা আইন' অন্যতম। বর্তমান সরকারের আগের মেয়াদে সংসদ কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ গৃহীত হওয়ার দীর্ঘ দুই বছর পর 'শিক্ষা আইন-২০১৩' এর খসড়া জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে নানামুখী সমালোচনার সম্মুখীন হয় আইনটি। অনেক ক্ষেত্রে এটি নীতিমালা বাস্তবায়নে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫